145212 - যে মেয়েের সাথে তার বয় ফ্রেন্ডের ই-মেইলে সম্পর্ক আছে

প্রশ্ন

আমার সাথে এক ছেলের ই-মেইলে সম্পর্ক আছে। আমি এ সম্পর্কটকিে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করতে চাই; কন্তিু পারছি না। কছিু সময়ের জন্য সম্পর্ক ছন্নি রাখি; আবার ফরিে আসি। আমি চাই যে, আপনারা আমার দ্বীনদারি ও আমার নজিরে ওপর এ সম্পর্কের অপকারতিা ও ক্ষতকিারক দকিগুলো তুলে ধরবনে। আপনারা এমন কছিু বলবনে না যে, এ সম্পর্ক অচরিইে...। নজিরে ব্যাপারে আমার কনফডিন্সে আছে। আমি তার সাথে ফোনে কথা বলব না এবং তার সাথে সাক্ষাৎও করব না। কন্তিু, আমি নজিরে ওপর কভিাবে নয়িন্ত্রণ আনতে পারি? আমি চাই যে, আপনারা এমন কছিু কারণ উল্লখে করবনে যাতে, আমি এটাকে বাদ দয়োর ব্যাপারে কনভন্সি হতে পারি। আমি চাই, বস্তিারতি জবাব দবিনে এবং জবাবরে মধ্যে কভিাবে এ সম্পর্ককে বাদ দতিে পারি সটোর পদক্ষপেগুলো উল্লখে করবনে। সম্প্রতি আমি জনেছেি যে, সে ববিাহতি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

তুমি চূড়ান্তভাবে এ সম্পর্ক বচ্ছিন্নি করতে চাচ্ছ জনেে আমরা খুশি হয়ছেি। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি তনিি যনে, তোমাকে সে তাওফকি দনে। এ ধরণরে সম্পর্ক যে, হারাম এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বধিা নইে। এর জন্য এইটুকুই যথষ্টে যে, এ ধরণরে সম্পর্ককারী অনুভব করে যে, সে ভুল কাজ করছে এবং মানুষরে কাছ থকেে এটাকে লুকয়িে রাখে, মানুষরে সামনে এটাকে প্রকাশ করতে পারে না। এ ধরণরে কাজ হারাম হওয়ার দললি হসিবেে এটাই যথষ্টে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলছেনে: "পাপ হল যা তোমার অন্তরে খটকা তরৈী করে এবং মানুষ সটো জনেে যাওয়াকে তুমি অপছন্দ কর।"[সহহি মুসলমি (২৫৫৩)]

এ হারাম সম্পর্করে অনকে অপকারতিা রয়ছেে; যমেন—

- নছিক হারাম কাজ করাটাই এক মহা বপির্যয়; যা ব্যক্তরি অন্তররে ওপর প্রভাব ফলে।ে ফলে ধীরে ধীরে অন্তর কালো হয়ে যায়। এভাবে সকল গুনাহই অন্তররে ওপর প্রভাব ফলে।ে
- এ যদি এ ধরণরে পাপময় সম্পর্কগুলোর সংবাদ ফাঁস হয়ে যায় তাহলে মেয়েদেরে এমন দুর্নাম হয় যে এতে তার ভাল গুণগুলোও ঢাকা পড়ে যায়। মানুষরে কাছে তখন শুধু এ দুর্নামগুলোই আলোচতি হয়। তুমি জান যে, যদি কোন মেয়েরে ব্যাপারে এমন ছড়য়িে পড়ে সে মেয়েরে সাথে মানুষরে ব্যবহার কমেন হয় এবং মেয়েটে কি পরমিাণ ক্ষতগ্রিস্ত হয়।

- হতে পারে এ সম্পর্ক এর চেয়ে জঘন্য থেকে জঘন্যতর গুনাহর দিকে নিয়ে যাবে। তখন অনুতপ্ত হয়েও কোন লাভ হবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো: প্রত্যেকে ভিক্টিমই নিজের সম্পর্কে এমনটি বলে যে, আমি নিজের প্রতি ও আমার বয় ফ্রেন্ডের ব্যাপারে আস্থাশীল। আমরা অন্য মেয়ে ও ছেলেদের মতো নই...। এমন অনেক ঘটনা বলে শেষ করা যাবে না। দুঃখজনক হল: এসব ঘটনা থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করে। আমাদের ওয়েবসাইটে এ ধরণের দশ দশ প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু, সবকিছু খোয়ানোর পর।

সময় থাকতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কেননা আমরা মনে করছি, তোমাকে ধ্বংসের দিকে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না। হতে পারে, অন্যরো তোমার চেয়ে দ্রুতবেগে চরিত্রহীনতার অতলে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু, আমরা নিজের মেয়ে ও বোনের ব্যাপারে যে ভয় করতাম তোমার ব্যাপারেও সে ভয় করছি।

এ হারাম সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য কোন ক্রমধারা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। এ ধরণের চিন্তা হতে পারে শয়তানের ধোকা। বরং মুমিন নর-নারী যখনই জানবে এটি হারাম তখনই তার সামনে এটি ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।"[সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "মুমিনদের উক্তি তো এই—যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'। আর তারাই সফলকাম।"[সূরা নূর, আয়াত: ৫১, ৫২]

আমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমাকে তওবা করার তাওফিক দেন এবং তোমার তওবা কবুল করেন।

তুমি উল্লেখ করেছ যে, এ ছেলেটি বিবাহিত। এর মানে তুমি এ সম্পর্কের মাধ্যমে তোমার বোন (তার স্ত্রী) এর প্রতি অন্যায় করছ। কারণ কোন সন্দেহ নেই যে, সে তোমাকে কিছু সময় দিচ্ছে, তোমার প্রতি সুন্দর কথা নিবেদন করছে, কিছু প্রেম পেশ করছে। কোন সন্দেহ নেই তার স্ত্রী ও সন্তানেরা তার থেকে এগুলো পাওয়ার অধিক হকদার। তুমি তাদের সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছ।

এমনও হতে পারে যে, তুমি তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ক নষ্টের কারণ হচ্ছ।

তুমি এভাবে একটু ভেবে দেখ তো, এ লোকটি যদি তোমার স্বামী হত তুমি কি সন্তুষ্ট হতে যে, সে কোন এক মেয়ের সাথে এমন একটি সম্পর্ক করবে?

যদি তুমি তোমার নিজের জন্য এতে সন্তুষ্ট হতে না পার; তাহলে তোমার বোনের ক্ষেত্রে কিভাবে সন্তুষ্ট হচ্ছ?

তোমার উচিত অবিলম্বে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা। ভাল ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। খুব সম্ভব এ সম্পর্কের

কারণে তুমি নকে আমলে কংিবা কছিু কছিু নকে আমলে স্বাদ পাচ্ছ না।

তোমার উচতি—নামায আদায় করা; আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর কতিাব তলোওয়াত করে স্বাদ অনুভব করা এবং তোমার তওবা কবুল করা ও তোমাকে ক্ষমা করার জন্য বশেি বশেি দোয়া করা।

আরও বশেি জানতে 84089 নং ও 84102 নং প্রশ্নোত্তরটি দখে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।